দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

পাকিস্তানী মালিকের সেই সিটি স্কুল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে

বিভাষ বাড়ৈ ॥ বাংলাদেশে পরিচালিত পাকিস্তানী মালিকানাধীন সেই আলোচিত সিটি স্কুল ইন্টারন্যাশনালের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে! পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তা, স্কুলের অধ্যক্ষসহ কর্তৃপক্ষের এমন ঘোষণায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে শিক্ষক-কর্মচারীদের কোটি কোটি টাকা লোপাট করে হঠাৎ প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে পাকিস্তানী নাগরিকরা গোপনে চলে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করা ও পাওনা টাকা প্রদানের দাবিতে আন্দোলন করছেন গুলশান ও বনানীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এদিকে স্কুলের টাকা লোপাট করে বৃহস্পতিবার পালিয়ে যাওয়ার সময় আটক হয়েছেন অধ্যক্ষ ইয়াসমিন রাজভয়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশান জোন পুলিশের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ আটকের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তবে জানা গেছে, তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তান হাইকমিশন। ইয়াসমিন রাজভয়কে ছাড়িয়ে নিতে সন্ধ্যায় থানায় হাজির হন ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার শামিমা মেজবাহ। পরে তিনি পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকও করেন। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, পাকিস্তানী হাইকমিশন পুরো পাওনা টাকা মিটিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কোন ছাড় দেয়া হবে না। গুলশান জোন পুলিশের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ বলেছেন, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বারিধারার ৮ নম্বর রোডের একটি বাড়ি থেকে ইয়াসমিন রাজভয় নামের ওই পাকিস্তানী নাগরিককে আটক করেছে গুলশান থানা পুলিশ। স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক কায়সার আহাদ জানান, রাতের অন্ধকারে স্কুলের টাকা লুট করে অধ্যক্ষ ইয়াসমিন রাজভয় দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় তাঁকে আটক করে গুলশান থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। আমরা আগে দাবি পূরণ চাই। তার আগে কোন ছাড় নেই। সর্বশেষ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। এ সময় থানায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা অবস্থান করছিলেন। এদিকে থানা সূত্রে জানা গেছে, ফান্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে স্কুলের অন্য শিক্ষকরা তার বিরুদ্ধে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। কিন্তু বিদেশী নাগরিক হওয়ায় পুলিশ আটকে আইনগত সমস্যার কথা জানালে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

উপায় না দেখে পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তারা এসে টাকা পরিশোধ করা হবে বলে জানান। তবে এ মৌখিক কথায় ঘরে ফিরতে রাজি হননি কেউ। এরই মধ্যে দুদিন আগে পাকিস্তান থেকে আসা স্কুলের এক কর্মকর্তা গোপনে পালিয়ে যান। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিক্ষক-অভিভাবকরা তাকে না পেয়ে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কারণ তখন প্রতিষ্ঠানটিতে পাকিস্তানী আছেন কেবল অধ্যক্ষ। আবার তিনিও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে আসেননি।

এমন অবস্থায় শিক্ষক-অভিভাবকরা জানতে পারেন অধ্যক্ষ ইয়াসমিন রাজভয় গোপনে অর্থ নিয়ে পাকিস্তান পালানোর চেষ্টা করছেন। বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্কুলের শিক্ষক-অভিভাবকরা তাকে বাধা দেন। বাসায় অবস্থান করেই বৃহস্পতিবার পুলিশে খবর দেন তারা। পরে পুলিশ গিয়ে পাকিস্তানী ওই নাগরিককে থানা হেফাজতে নেয়। ওই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ ইয়াসমিন রাজভয় স্কুলের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন থেকে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা আত্মসাত করে পালাতে চেয়েছেন। পাওনা টাকা দাবি করলে তিনি চতুরতার আশ্রয় নেন বলে জানান এক শিক্ষক। ঘটনার সময় উপস্থিত এ শিক্ষক বলেন, অধ্যক্ষ আমাদের জানান, তিনি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছেন। সেখান থেকে টাকা পাঠিয়ে দেয়া হবে। তবে এসব কথায় রাজি হননি আন্দোলনকারীরা।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক আসিফ বলছিলেন, আমি এখানকার অস্থায়ী শিক্ষক। তাই আমার পাওনা টাকার পরিমাণ বেশি নয়। তবে নিয়মিত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিপুল অঙ্কের অর্থ পাওনা আছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের লাখ লাখ টাকা পাওনা আছে। এখানে প্রায় ১০০ জন শিক্ষক-কর্মচারী ও ৩০০ জনের মতো শিক্ষার্থী আছে।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলছিলেন, অধ্যক্ষ চলে গেলে আমাদের টাকা দেয়ার মতো কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না। আর শিক্ষার্থীরাই বা হঠাৎ কোথায় যাবে? ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা একজন বাংলাদেশী কর্মকর্তা বলছিলেন, একেক জনের লাখ লাখ টাকা নিয়ে তারা এভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবে তা কেউ মানতে পারে না। কিন্তু কেন এভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হচ্ছে? এমন প্রশ্নে এ কর্মকর্তা বলেন, তারা বলছেন তাদের নাকি লোকসান হচ্ছে। কিন্তু পাওনা টাকা না দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলে চোরের মতো কেন কাজ করছে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ এটাই এখন প্রশ্ন।

স্কুলের বিপুল টাকা লোপাট করে পালানোর সময় অধ্যক্ষ আটক

জানা গেছে, কিছুদিন আগে এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে উর্দু শেখানো নিয়ে। এছাড়া পাকিস্তান থেকে এখানে এসে শিক্ষক-কর্মকর্তা হিসাবে যারা কাজ করছেন তাদের অনেকেরই বাংলাদেশে অবস্থানের বৈধতা ও কর্মকাণ্ড নিয়েও উঠেছিল অভিযোগ। তবে তখন সমালোচনায় পরে কার্যক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

রাজধানীর বনানী ও গুলশানের অভিজাত পাড়ায় সিটি স্কুলের দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। স্কুলটির মালিক পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমানে তেহরিক-ই-ইনসাফের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা খুরশিদ মাহমুদ কাসুরীর শ্যালিকা ড. ফারজানা ফিরোজ। তিনি এ স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৭০টিরও বেশি শাখা আছে স্কুলটির। পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে ২০০৩ সালে। বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ কয়েকটি দেশের শিক্ষার্থীরাও এ স্কুলে পড়ছে।